শুভ জন্মদিন

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন জন্মদিন বলে একটা জিনিষ আছে সেটা জানতামই না - একদিন কেমন করে জানি খবর পেলাম জন্মদিন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান করা হয় এবং ভাইবোনেরা মিলে ঠিক করলাম অনুষ্ঠানটি করতে হবে। ছোট ভাই আহসান হাবীবের জন্মদিনকে টার্গেট করা হলো। নির্দিষ্ট দিনে আবিষ্কার করলাম ব্যাপারটি কেমন করে করতে হয় সে সর্ম্পকে আমাদের কোন ধারণাই নেই। অনেক চিন্তাভাবনা করে কিছু চিনাবাদাম কিনে আনা হলো, একটা বড় থালায় সেগুলো রেখে ছোট ভাই আহসান হাবীবকে টেনে তার সামনে বসিয়ে দেয়া হলো। সে তখন নেয়াতই ছোট মাত্র, মাত্র প্রথম বছরে পা দিয়েছে। জন্মদিনের অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে এক থালা চিনাবাদামের সামনে বসে থাকার তার কোন ইচ্ছেই নেই। সে হামাগুড়ি দিয়ে সরে যেতে লাগল এবং আমরা তাকে টেনে টেনে আবার আগের জায়গায় বসিয়ে দিতে লাগলাম। এই ছিল আমাদের প্রথম জন্মদিন।

তারপর অনেকদিন পার হয়েছে, আমরা বড় হয়েছি, আমাদের পরের প্রজন্ম এসেছে। তাদের জন্যে জন্মদিন জিনিষটি কী সেটা মোটামুটি জোর করেই শিখতে হয়েছে। যে জন্মদিনটার কথা বেশ ভালো করে মনে আছে সেটা আয়োজন করা হয়েছিল আমাদের কন্যার জন্য। আমরা তখন যুক্তরাষ্ট্রে থাকি, সেখানকার মানুষরা খুব ব্যস্ত তাই সঠিক দিনে অনুষ্ঠান করতে না পেরে কাছাকাছি ছুটির দিনে (উইকএন্ডে) আয়োজন করে। আমার কন্যার অনুষ্ঠান আয়োজন করতে গিয়ে দেখা গেল সেটি পড়েছে ১লা এপ্রিলে। সেদিন সারা পৃথিবীতে 'এপ্রিল ফুল' পালন করা হয়। কাজেই তার জন্য এপ্রিল ফুল বার্থডে আয়োজন করতে হলো - তার যোগাড়যন্ত্র করতে গিয়ে আমার কালোঘাম ছুটে গেল কিন্তু অনুষ্ঠানে বাচ্চা কাচ্চাদের নিয়ে যা মজা হয়েছিল সেটি বলার মতো নয়। প্রথমেই অতিথিরা বাসায় উপস্থিত হয়ে আবিষ্কার করল দরজায় বড় বড় করে লেখা 'এটি এপ্রিল ফুলস ডে - কাজেই জন্মদিনের পার্টিফার্টি কিছুই নেই। যে যার বাড়ী চলে যাও।' বলা বাহুল্য ছোট বাচ্চা-কাচ্চারা সেটা বিশ্বাস করে প্রায় কান্নাকাটি শুরু করলেও বাসার ভিতরে ঢুকে আবিষ্কার করল এটি একটি কৌতুক - এবং সাথে সাথে সবাই নতুন কৌতুকের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। টেবিলে রাখা চকলেট মুখে দিয়ে আবিষ্কার করল, উপরের সুক্ষ আস্তরণটি চকলেটের হলেও ভিতরে বিদঘুটে জিনিষ। কোকোকোলার বোতল মুখে দিয়ে থু থু করে ফেলে দিতে হলো, ভিতরে সয়াসস - লবণ মিশিয়ে কোকাকোলা রংয়ের বিতিকিচ্ছি পানীয় ভরে রাখা আছে। যারা বুদ্ধিমান তারা কোকোকোলার ক্যান খুলতে শুরু করল, কারণ এটি একবার খোলা হলে আর লাগানো যায় না। কাজেই এর মাঝে কোন দু'নম্বরী কাজ করে হলে বুঝে ফেলা যাবে। কিন্তু তারা জানে না রাত জেগে আমি ক্যানের পিছনে সুক্ষ ফুটা করে সব পানীয় বের করে দিয়ে অন্য জিনিষ ভরে সিল করে দিয়েছি। সেই ক্যান মুখে দিয়ে ছোট বাচ্চা-কাচ্চাদের মাঝে চেচামেচি শুরু হয়ে গেল। বাসায় বাচ্চা-কাচ্চাদের মাঝে তুলকালাম চলছে। এর মাঝে কেক কাটার সময়। কেক বের করে মোমবাতি জ্বালিয়ে সেটা ফুঁ দিয়ে আর নেভানো যায় না। নিভে যাওয়ার পরও আবার ফট করে জ্বলে উঠে।

সেগুলি সরিয়ে কেকের মাঝে ছুরি বসাতেই কেকটা ফটাস করে খুলে ভিতর থেকে একটা হাত বের হয়ে এল, চেয়ার টেবিল উল্টে চিৎকার করে একটা ভয়ঙ্কর অবস্থা। ছোট বাচ্চাদের নিয়ে মজাই এটা যত ভয় যত ভয়ংকর তত স্ফুর্তি। সেদেশের বাচ্চাদের জন্মদিনের খাওয়া মানেই পিতজা। পিতজা অর্ডার দেওয়া হয়েছে, পিতজা-ম্যান বাসায় এসে পৌছে দিচ্ছে। সেখানেও আগে থেকে ব্যবস্থা করে রাখাছিল, পিতজার বাক্স খুলতেই দেখা গেল পিতজার ওর সাপ-ব্যং-মাকড়শা-পোকা কিলবিল করছে। আরো একবার বাচ্চা-কাচ্চাদের চিৎকার এবং আনন্দধ্বনী শোনা গেল। সাথে সাথে সেই বীভৎস পিতজা খাওয়ার জন্য কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে গেল।

অনেকদিন আগের ঘটনা, খুটিনাটি ভুলে গেছি। যারা জন্মদিনের অতিথি ছিল তারা এখন বেশ বড় হয়ে গেছে। যুক্তরাষ্ট্রে গেলে তাদের সাথে দেখা হয়, মাঝে মাঝেই তারা চোখ বড় বড় করে বলে, 'মনে আছে সেই জন্মদিনের পার্টি?' আমি ভুলে গেলেও তারা সহজে ভুলবে না।

আমাদের দেশের যারা বাইরে আছেন তারা এই জন্মদিনের ব্যাপারটি নিয়ে খুব লজ্জার মাঝে পড়েন (তার কারণ তাদের অফিসিয়াল কাগজপত্রে সত্যিকার জন্মদিনটি দেয়া নেই)। এস.এস.সি'র ফর্ম ফিলআপের সময় স্কুলের শিক্ষকরা মন গড়া একটা জন্ম তারিখ বসিয়ে দেন - সে ব্যাপারেও তাদের সৃজনী শক্তি খুব কম, যে তারিখটি বসিয়ে দেন সেটি প্রায় সব সময়ই ১লা জানুয়ারী। বিদেশে থাকাকালীন সময়ে ব্যাপারটি নিয়ে আমি অনেক প্রশ্ন শুনেছি, তারা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছেন, 'ব্যাপারটি কি?' বাংলাদেশ থেকে যেই আসছে তার জন্মদিন ১লা জানুয়ারী। নববর্ষে তোমাদের দেশে এত মানুষের জন্ম হয় কেমন করে?' আমি হে হে করে প্রশ্নটি এড়িয়ে গেছি। অফিসিয়াল কাগজপত্রে আমার নিজের জন্মদিনটিও অন্য কিছু করে রাখা আছে। বিদেশের মাটিতে সেই ভুল তারিখে অফিসের সেক্রেটারী মেয়েটি আমাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাত!

জন্মদিনের অনুষ্ঠানের পুরো ব্যাপারটি হচ্ছে বাচ্চা-কাচ্চাদের বিশেষ করে বড়লোকের বাচ্চা-কাচ্চাদের। যেখানে আত্মীয় স্বজনও বড়লোক এবং জন্মদিনে অনেক উপহার পেয়ে মহাআনন্দে কয়টি দিন কেটে যায়। বয়স্ক মানুষের জন্মদিন পালন করা আমার মতে রীতিমত অশালীন কাজ। যখন বিশ্ববিদ্যায়ে ছিলাম তখন হঠাৎ করে এক বছর বন্ধু-বান্ধবরা মিলে জন্মদিন উদ্‌যাপন করতে শুরু করল, তবে সেটি খুব সোজা সাপটা বিষয় ছিল, যার জন্মদিন তাকে ঐদিন অন্যদের খাওয়াতে হবে। ঘুরে ফিরে আমার জন্মদিন এলে আমি ঘোষণা করে দিলাম, 'আমি খাওয়াতে পারি একশর্তে। জন্মদিনে আমার জন্যে উপহার কিনে দিতে হবে।'

কিছু কিছু পরিবার আছে তারা এইসব ব্যাপারকে খুব সিরিয়াসলী নেয়। আগের যুগে সেটা ছবি তোলার মাঝে সীমাবদ্ধ ছিল এখন সেটার মাঝে 'ভিডিও' নামের এক ধরণের ভয়ঙ্কর মাত্রা যুক্ত হয়েছে। জন্মদিনের বা বিয়ের ছবি জোর করে দেখানো হলে সেটা পাঁচ ছয় মিনিটের মাঝে শেষ করা যায় কিন্তু ভিডিও নামক ভয়ংকর ব্যাপারটি পাঁচ ছয় মিনিটের মাঝে শেষ করা যায় না। পুরোটা দেখতে হয় বলে কয়েক ঘন্টা কাবার হয়ে যায়। আমি সাধারণতঃ এই সব পরিবার থেকে শত হস্তে দূরে থাকি কিন্তু সবসময় সেটা সম্ভব হয় না। আমি একটি পরিবারকে জানি তারা তাদের বাচ্চার জন্মদিনের ভিডিও দেখার জন্য আপনাকে ডিনারের নিমন্ত্রণ দিয়ে ফেলবেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত পুরো ভিডিওটা আপনি দেখে শেষ না করছেন তারা আপনাকে খেতে দেবেন না।

আজকাল পত্রপত্রিকায় লেখালেখির খুব অভাব, কাগজটাকে ভরে ফেলার জন্য তার মাঝে নানা ধরণের জিনিষপত্র দিতে হয়। সম্ভবতঃ সে কারণেই গত বছর আমার জন্মদিন সংক্রান্ত একটি খবর পত্রিকায় প্রকাশিত হলো, আমি সংবাদটি নিজের চোখে দেখার আগেই সংবাদদাতা আমার সাথে দেখা করতে এলো। সে মুখ কাচুমাচু করে বলল, স্যার একটা সমস্যা হয়ে গেছে।
আমি জিজ্ঞাস করলাম, 'কি সমস্যা?'
'আপনার জন্মদিনের উপর একটি রিপোর্টিং করেছি, কিন্তু ... '
'কিন্তু কি?'
ছেলেটি আমতা আমতা করে বলল, 'আমি ধরে নিয়েছি আপনার জন্মদিনে শহরের গণ্যমান্য মানুষেরা আসবেন, ভাইস চ্যান্সেলর আসবেন, আপনাকে শুভেচ্ছা জানাবেন। সেইভাবেই রিপোট করে দিয়েছি।'
আমি চোখ পাকিয়ে বলল, 'সেইভাবেই রিপোর্ট করেছে?'
সে মাথানীচু করে বলল, 'জ্বী স্যার। এখন খবর পেলাম স্যার, আপনার জন্মদিনে আপনার বাসায় কেউ আসে নাই। খবর তো ছাপা হয়ে গেছে।'
আমি দাঁত কিড়মিড় করে বললাম, 'তুমি জান না জন্মদিন করে পাঁচ ছয় বছরের মানুষেরা? বুড়ো ধাড়ী মানুষের জন্মদিন হয় না?'
সে মাথা নীচু করে বলল ব্যাপারটি সে জানত না।

যাই হোক খবরের কাগজটি এলে আমি দেখতে পেলাম সেখানে আমার জন্মদিন কীভাবে পালিত হয়েছে তার একটি চমকপ্রদ খবর ছাপা হয়েছে সত্যের সাথে যার কোন সর্ম্পক নেই।

আমার জন্মদিনে লোকজন আমার বাসার ধারে কাছে আসতে চায় না তার একটি কারণ আছে। কয়েক বছর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসী ঘটনার জন্য কিছু ছাত্রকে শাস্তি দেয়া হয়েছিল। সিন্ডিকেট শেষ করে আমি ঢাকায় যাচ্ছি, ঘটনাক্রমে দিনটি আমার জন্মদিন।

শাস্তিপ্রাপ্ত ছাত্ররা খবর পেয়ে অস্ত্র সস্ত্র নিয়ে ক্যাম্পাসে আগুন জ্বালিয়ে আমাকে খুঁজে বেড়াতে শুরু করল।
ঠিক সেই সময় আমাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে শহর থেকে কয়েকজন এসেছে, হাতে বিশাল ফুলের তোড়া। ক্যাম্পাসে এসে তাদের সেই মারমুখী ছাত্রদের দেখা। ছাত্রেরা জিজ্ঞাস করল, 'এই ফুল নিয়ে কোথাও যাও?'
তারা চি চি করে বলল, 'জাফর ইকবাল স্যারের কাছে।'
ছাত্ররা হুংকার দিয়ে বলল, কেন?
'আজকে তো স্যারের জন্মদিন , তাই জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে এসেছি।'
'কী বললে? ' তারা চিৎকার করে অস্ত্র ঝাকিয়ে বলল, 'তবে রে! র!বাজীর আর জায়গা পাও না - স্যারের জন্য ফুল এনেছ?'
তারা অস্ত্র দেখিয়ে শুভেচ্ছাকামী কয়েকজনকে এমন দাবড়ানী দিয়ে ক্যাম্পাস থেকে তাড়িয়ে দিল যে এর পর আর কেউ আমার জন্যে ফুল নিয়ে আসতে সাহস পায় নি।

তাই পাঠকদের সাবধান করে দিচ্ছি, খবরের কাগজে জন্মদিন সংক্রান্ত যে সব খবর দেখবেন সেগুলি বিশ্বাস করবেন না। এর বেশীরভাগই বানোয়াট।